যুগান্তর

তারিখ 23 OCT 2007
পৃ ১২ কলাম ২

...য়া হয়নি।

ভারপ্রাপ্তদের ভারে জর্জরিত ভৈরবের ৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভৈরব প্রতিনিধি

ভৈরবের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে যোগসাজশে এই ভারপ্রাপ্ত প্রধানরা তাদের পদে বহাল রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, পদ পূরণের জন্য কয়েকবার বিজ্ঞপ্তি দিলেও রহস্যজনক কারণে তা পূরণ হচ্ছে না। ফলে ভৈরব উপজেলার হাজী আসমত আলী কলেজ, জিল্লুর রহমান মহিলা ডিগ্রি কলেজ, মুর্শিদ মজিব উচ্চ বিদ্যালয়, কমলপুর হাইস্কুল, এমপি গার্লস হাইস্কুল, হাজী জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয়, কালিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও জিল্লুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৭-৮ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধানরাই দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগ রয়েছে, এই ভারপ্রাপ্তরা তাদের পদে আসীন থাকার জন্য পরিচালনা পর্ষদ ও তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের অনৈতিক আবদার রক্ষা করতে হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভিন্নভাবে ম্যানেজ করছেন ওই ভারপ্রাপ্ত প্রধানরা। ভারপ্রাপ্ত প্রধানদের অসহযোগিতা, আইনি জটিলতা এবং পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের গ্রুপিংয়ের কারণে নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কখনও কখনও লোক দেখানো বিজ্ঞপ্তি ভেবে কোন যোগ্য প্রার্থী ইন্টারভিউতে অংশ নিতেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি পাঠদানেও স্থবিরতা নেমে এসেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আসমত কলেজে অধ্যাপক আবদুল বাসেত ৮ বছর, জিল্লুর রহমান মহিলা ডিগ্রি কলেজে প্রভাষক শামিম আহমেদ ৫ বছর, মুর্শিদ মজিব উচ্চ বিদ্যালয়ে ফাহমিদা খাতুন ৫ বছর, ভৈরব এমপি গার্লস হাইস্কুলে আশরাফুল হক গত ১ বছর, কমলপুর হাইস্কুলে মতিলাল তালুকদার ৯ মাস, জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে মোঃ জয়নাল আবেদীন প্রায় ২ বছর ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া জিল্লুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, কালিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয় ও শ্রীনগর উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতেও দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্তরাই স্থায়ীভাবে দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। শহরের জিল্লুর রহমান মহিলা ডিগ্রি কলেজের শামিম আহমেদ স্থানীয় বিএনপির নেতার ছেলে হওয়ার সুবাদে তৎকালীন পরিচালনা পরিষদ জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে ২০০২ সালের ৩০ এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেন। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কলেজে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ ওঠে। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতর থেকে একাধিকবার শোকজ করাসহ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়। এ ব্যাপারে জিল্লুর রহমান মহিলা ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শামিম আহমেদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। হাজী আসমত কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল বাসেত ১৯৯৯ সাল থেকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গত তিন বছর আগেই তার চাকরির মেয়াদ শেষ হলেও পরিচালনা পরিষদ তার চাকরির মেয়াদ দুই বারে ৩ বছর বৃদ্ধি করে স্বপদে বহাল রাখে। তাছাড়া অদক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য এই কলেজের শিক্ষকরা গত ২২ মাস ধরে কলেজ অংশের বেতন পাচ্ছে না বলে শিক্ষকরা জানান। হাজী আসমত কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আবদুল বাসেত জানান, নিয়োগ প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসকের এখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য করার কিছু নেই। তবে শিক্ষকদের বেতন বকেয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নেয়ার আগ থেকেই এই সমস্যা পড়েছিল। মুর্শিদ মজিব উচ্চ বিদ্যালয়, কমলপুর হাইস্কুল, এমপি গার্লস হাইস্কুলে আইনি জটিলতার কারণে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না বলে জানা যায়। জহির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানকে নানা কারণে চাকরি থেকে অপসারিত করার পর মোঃ জয়নাল আবেদীনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। অপসারিত প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান আদালতে মামলা করায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে ওই স্কুলেও নিয়োগ বিলম্বিত হচ্ছে। ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ করিম জানান, কলেজগুলো দেখার দায়িত্ব আমার নয়। এগুলো দেখেন জেলা প্রশাসক মহোদয়। স্কুল পরিচালনাসহ শিক্ষক নিয়োগে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে আইনি জটিলতা এবং ম্যানেজিং কমিটির ব্যর্থতাকেই তিনি দায়ী করেন।